দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 08 NOV 2017
পৃষ্ঠা 6 কলাম 6

ছাত্র সংসদ নির্বাচন কেন হয় না?

মাহবুব নাহিদ

ছাত্র সংসদ! আমাদের প্রজন্মের ছাত্রসমাজের কাছে একটা দুর্বোধ্য বিষয়। এমনটা হওয়া কি স্বাভাবিক নয়? আমরা তো সেই ছাত্র অধিকার প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রবিন্দু ছাত্র সংসদ নামের সোনার হরিণকে কোনোদিন চোখেই দেখলামই না। অবশ্য কিছু কিছু জায়গায় দেখা গেছে কিন্তু তা নির্বাচনের মাধ্যমে নয়, কিছুটা সিলেকশনের মতো যা ভয়ংকর ব্যাপার। তবে আমরা প্রতি সেমিস্টার কিংবা বর্ষে ভর্তির সময় এই ছাত্র সংসদ নামের অজানা ফান্ডে টাকা জমা দিচ্ছি, কিন্তু কেন দিচ্ছি? যার কোনো অস্তিত্বই নেই তার জন্য কেনইবা টাকা দেব? এই প্রশ্নের উত্তর কার কাছে জিজ্ঞেস করা যাবে? দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সামরিক শাসনব্যবস্থায় এই নির্বাচন হয়ে থাকলেও বর্তমান ব্যবস্থায় হচ্ছে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ নির্বাচন হয়েছে কিন্তু ১৯৯০ সালে স্বৈরশাসনের সময়ই। ডাকসু ক্যাফেটেরিয়ার দেয়ালে লেখা দেখলাম, 'ভিসি চায়, রাষ্ট্রপতিও নাকি চায় তবে ছাত্র সংসদ নির্বাচন কে আটকায়?' শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়—এই নির্বাচন হচ্ছে না দেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কলেজেই, যদিও কিছুদিন আগে ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়েছে তবে তা সারা দেশে তেমন আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হতে পারেনি।

স্বাধিকার, অধিকার, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ ডাকসু এখন অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে যা জাতির জন্য লজ্জাজনক। ডাকসু ছাত্রদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কোনো ভূমিকাই রাখতে পারছে না। দুঃখের বিষয় হলো, এই এতগুলো বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি নির্বাচন কিন্তু বন্ধ থাকেনি। অর্থাৎ গড়িমসি ছাত্রদের নির্বাচনের বেলায়! সকল কিছু থেকে তাদের দূরে রাখার প্রচেষ্টা আর নীতিগত কোনো বিষয়েই ছাত্রদের অংশগ্রহণ থাকে না এবং রাখা হয় না। ছাত্ররা তাদের অধিকার নিয়ে কথা বলতে পারে না, বললেও জেল-মামলা-বহিষ্কারসহ নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে ছাত্রদের নির্বাচিত ছাত্র সংসদের হাতে। ছাত্ররা ৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, ৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে কী ভূমিকা রেখেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না এবং তার পেছনে তৎকালীন ছাত্র সংসদ সমূহের অবদান অনস্বীকার্য।

হাইকোর্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে দুটি রিট চলমান যার একটিতে 'নির্ধারিত সময়ে ডাকসু নির্বাচন কেন দেওয়া হবে না' এই মর্মে রুল জারি করা হয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এর কোনো জবাব নাকি দেয়নি। আসলে বলতে চাচ্ছি যে, একটা জায়গায় এই প্রথা চালু হোক আর সেটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু হলে সারা দেশই এই সাহস করবে। আজ দেশের সকল কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ থাকলে বিনা কারণে ছাত্ররা বহিষ্কার হয় না, প্রশাসনের ফাঁদে পড়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের হয়রানিমূলক মামলার স্বীকার হতে হয় না কিংবা ছাত্রদের জেল খাটতে হয় না। আমারা বিশ্বাস করি, ছাত্র সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচিত হলে সঙ্গতভাবেই ছাত্রদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়